ইউনিট ১৪

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও বিতর্ক

Major Strands and Debates in Macroeconomics

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই একক বা সর্বসম্মত মতবাদ বা তত্ত্বের সমষ্টি নয়। এখানে অনেক বিতর্ক আছে, মতভেদ আছে। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র আজকের পর্যায়ে এসেছে। ক্ল্যাসিকাল ও নিওক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে কেইনসীয় একটি ভিন্ন ধারা তৈরী হয়েছে। কিন্তু বিতর্ক শেষ হয়নি। মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী, যোগান নির্ভর অর্থশাস্ত্র নতুনভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে গত দু'দশকে। আমরা এর মধ্যেই দেখেছি নয়া ক্ল্যাসিকাল ও কেইনসীয় সংমিশ্রণে গড়ে উঠা আরেকটি ধারা : 'নব্য ক্ল্যাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র'। গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে আমরা সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থান ও বিতর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করছি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

❒ পাঠ-১. ক্ল্যাসিকাল ও কেইনসীয় বিতর্ক

❒ পাঠ-২. মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী

❒ পাঠ-৩. নব্য ক্ল্যাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র ও সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু ধারণা

পাঠ - ১

ক্ল্যাসিকাল ও কেইনসীয় বিতর্ক

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল অবস্থান*
- ◆ *সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে কেইনসীয় অবস্থান*
- ◆ *দুই অবস্থানের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য*

ক্ল্যাসিকাল অবস্থান

ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রে সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তন এ্যাডাম স্মীথ, জে. বি.সে এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁদের চিন্তা অনুযায়ী, বাজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেহেতু সব কিছুর সমাধান করতে পারে সুতরাং অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য বিরাজ করে। তাদের মডেলে দাম ও মজুরি হল পরিবর্তনযোগ্য (flexible)। সেজন্য কোন কারণে ভারসাম্য বিনষ্ট হলেও বাজার প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ ভারসাম্য পুন:প্রতিষ্ঠা হবে।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের চিন্তা অনুযায়ী, বাজার (পুঁজিবাদী) অর্থনীতিতে এই কারণেই কখনো অতি উৎপাদন হওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণা বা বিশ্বাস রিকার্ডো, মিল এমনকি মার্শাল পর্যন্ত একইভাবে বিস্তৃত ছিল। এই বিশ্বাসটি জে.বি.সে-র একটি বিখ্যাত উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রচারিত আছে। উক্তিটি হল: যোগান নিজেই তার চাহিদা তৈরী করে। এর অর্থ হল যা কিছু উৎপাদন হোক বাজার প্রক্রিয়াতেই তার চাহিদা তৈরী হয়ে ভারসাম্য তৈরী হবে।

এই বিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে, এমনকি ৩০-এর দশকে যখন মহামন্দা চলেছে এবং যখন মার্কিন শ্রমশক্তির চারভাগের একভাগ পুরোপুরি কর্মহীন তখনও বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ.সি.পিগু (A.C.Pigou) বলছেন, ''নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সবসময়ই পূর্ণ কর্মসংস্থানের ঝোঁক প্রবল থাকে। মজুরি ও দামের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়কে সাময়িকভাবে বাধাদানকারী ঘটনা থেকেই মাঝে মাঝে বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।"

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের ধারণা অনুযায়ী, সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনে দামস্তরের উপর যে প্রভাব পড়ে তা খুবই সাময়িক। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর তার কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। দাম ও মজুরির যে পরিবর্তনযোগ্যতা তাতে পূর্ণ কর্মসংস্থানে ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে। সেকারণে, এই মত অনুযায়ী, সামগ্রিক চাহিদা সংক্রান্ত নীতি দিয়ে উৎপাদন বা কর্মসংস্থানের মাত্রাকে প্রভাবিত করা যাবে না। নিচের চিত্রে আমরা দেখবো যে, এই মডেলে সামগ্রিক যোগান রেখা খাড়া বা পূর্ণ অনমনীয়। দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তর করে তাই উৎপাদনের উপর কোনভাবে প্রভাব বিস্তার করা যায় না। অর্থাৎ পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে কিন্তু তা থেকে দীর্ঘমেয়াদি কোন মন্দা বা সংকটের সম্ভাবনা নেই। ব্যষ্টিক পর্যায়ে সম্পদের অপচয় বা অদক্ষ ব্যবহার সম্ভব কিন্তু একটানাভাবে এই ঘটনা সামষ্টিক পর্যায়ে সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রেও সজীব রয়েছে। তবে এখন অপর্যাপ্ত তথ্য প্রবাহকে অনেকেই হিসাবের মধ্যে নিচ্ছেন।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের ধারণা অনুযায়ী, সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনে দামস্তরের উপর যে প্রভাব পড়ে তা খুবই সাময়িক। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর তার কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। দাম ও মজুরির যে পরিবর্তনযোগ্যতা তাতে পূর্ণ কর্মসংস্থানে ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে।

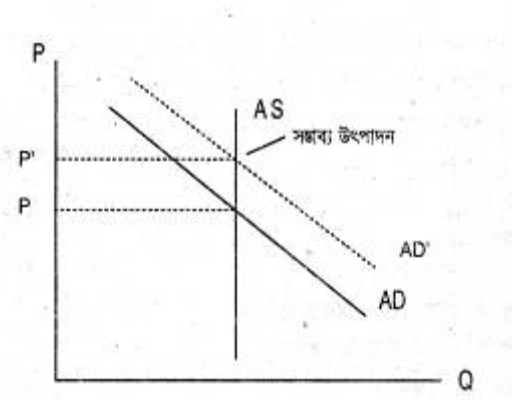

চিত্র ১৪.১ : ক্ল্যাসিকাল অবস্থান

কেইনসীয় অবস্থান

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর দুটো বৈশিষ্ট্য প্রধান। প্রথমত: সামগ্রিক চাহিদা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। এবং দ্বিতীয়ত: তাঁর মডেলে সামগ্রিক যোগানও ভিন্ন। এখানে দাম ও মজুরি পরিবর্তন বিমুখ (Inflexible) এবং যোগান রেখা পরিবর্তনযোগ্য, ডানদিকে উর্ধ্বমুখী।

৩০ দশকের মহামন্দা পর্যন্ত উপর্যুক্ত বিশ্বাস সম্বলিত তাত্ত্বিক কাঠামোই অর্থশাস্ত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা ৩০ দশকে একটানা যেরকম বেকারত্ব, অপচয় এবং সামগ্রিক সংকট উপস্থিত করে তাতে এই আধিপত্য দূর্বল হয়ে পড়ে। সে সময় এই অবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও পুরনো তাত্ত্বিক কাঠামোর সমালোচনা নিয়ে অনেকেই কাজ করেছেন। এদের মধ্যে আছেন মাইকেল কালেকী, জোয়ান রবিনসন এবং জে.এম. কেইনস। কেইনস-এর কাজ বিভিন্ন কারণে সেই সময় সবচাইতে বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠে। তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামো ক্ল্যাসিকাল ও নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের মৌলিক কিছু সূত্রায়ন ও বিশ্বাসকে শক্তিশালীভাবে আঘাত করে। সে সময়ে এবং দীর্ঘসময়ের জন্য এসব তত্ত্ব এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে তাকে এই কেইনসীয় 'বিপ্লব' (The Keynesian Revolution) বলে আখ্যায়িত করা হতে থাকে। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর দুটো বৈশিষ্ট্য প্রধান। প্রথমত: সামগ্রিক চাহিদা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। এবং দ্বিতীয়ত: তাঁর মডেলে সামগ্রিক যোগানও ভিন্ন। এখানে দাম ও মজুরি পরিবর্তন বিমুখ (Inflexible) এবং যোগান রেখা পরিবর্তনযোগ্য, ডানদিকে উর্ধ্বমুখী।

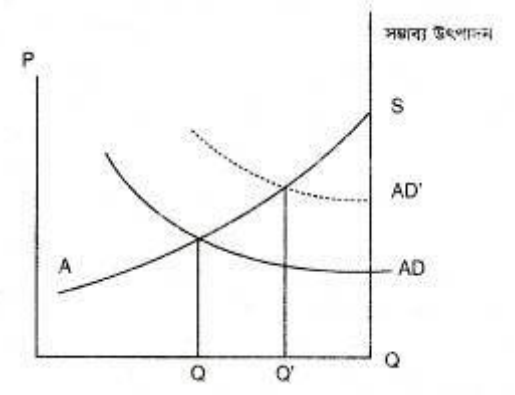

চিত্র ১৪.২ : কেইনসীয় অবস্থান

গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাস্তব অর্থনীতির প্রকৃতি এবং সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল ও কেইনসীয় অবস্থানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ আছে। কেইনসীয় কাঠামোতে বলা হচ্ছে:

প্রথমত: বাজার অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের নিচেই ভারসাম্য দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষমতা অব্যবহৃত আছে এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেকারত্ব আছে এরকম অবস্থা দীর্ঘসময় টিকে

থাকতে পারে এবং সেসকল ভারসাম্য থাকতে পারে। যেহেতু দাম ও মজুরি পরিবর্তনবিমুখ (Inflexible) সুতরাং অর্থনীতিতে এরকম কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া সম্ভব নয় যাতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থায় যাওয়া বা অর্থনীতি সক্রিয় হয়ে উঠা শুধু বাজার প্রক্রিয়াতেই সম্ভব হয়। সেজন্য,

যেহেতু দাম ও মজুরি পরিবর্তনবিমুখ সুতরাং অর্থনীতিতে এরকম কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া সম্ভব নয় যাতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থায় যাওয়া বা অর্থনীতি সক্রিয় হয়ে উঠা শুধু বাজার প্রক্রিয়াতেই সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়তঃ মুদ্রা এবং রাজস্ব নীতির মাধ্যমে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে অর্থনীতিকে সক্রিয় করে তুলতে। রেখার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি, সরকারের ভূমিকা বা ব্যয় বৃদ্ধিতে যখন সামগ্রিক চাহিদা বাড়ছে তখন তা সামগ্রিক উৎপাদনও বাড়াচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মতে সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনে দামস্তরের উপর যে প্রভাব পড়ে তা খুবই সাময়িক। দাম ও মজুরির যে পরিবর্তনযোগ্যতা তাতে কর্মসংসস্থানে ভারসাম্য পুন:স্থাপিত হয়ে যাবে। এই কারণে অর্থনীতিতে কখনও অতি উৎপাদন সম্ভব নয়। কেইনসীয় মতে, দাম ও মজুরি পরিবর্তন বিমুখ এবং যোগান রেখা পরিবর্তনযোগ্য, ডানদিকে উর্ধ্বগামী। সেই কারণে অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় পূর্ণ কর্মসংস্থানে ভারসাম্যে যেতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের ধারণা অনুযায়ী সামগ্রিক যোগান-
   ক. পূর্ণ নমনীয় — খ. আংশিক নমনীয়
   গ. পূর্ণ অনমনীয় — ঘ. আংশিক অনমনীয়

২. কেইনসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী-
   ক. দাম ও মজুরি পরিবর্তন বিমুখ — খ. দাম ও মজুরি পরিবর্তনীয়
   গ. দাম পরিবর্তনবিমুখ; মজুরি পরিবর্তনীয় — ঘ. দাম অপরিবর্তনীয়; মজুরি পরিবর্তনবিমুখ

৩. মুদ্রা নীতি এবং রাজস্বনীতির দায়িত্ব-
   ক. উদোক্তা প্রতিষ্ঠানের — খ. বিদেশী কোম্পানীর
   গ. সরকারের — ঘ. ভোক্তার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দার আগে সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের ধারণা কি ছিল?

২. 'কেইনসীয় বিপ্লব' বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রে সামষ্টিক অর্থনীতিকে কিভাবে দেখা হয়? এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

২. কেইনস সামষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে কি কি স্বতন্ত্র অবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

পাঠ - ২

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –

- *মুদ্রার গতিবেগ ও মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব*
- *মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর মূলকথা*
- *মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কেইনসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য*

মুদ্রার গতিবেগ ও মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা হল, স্বল্পমেয়াদে দৃশ্যমান জিডিপি এবং দীর্ঘমেয়াদে দামের গতিপ্রকৃতির উপর মুদ্রা যোগানের প্রভাব থাকে। কেইনসীয় ব্যাখ্যাতেও এই প্রভাব স্বীকার করা হয়। তবে কেইনসীয়রা যেখানে অন্যান্য উপাদানকেও গুরুত্ব দেয় সেখানে মুদ্রানির্ভর ব্যাখ্যায় মুদ্রার যোগানকেই মুখ্য বলে ধরা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করতে গেলে মুদ্রার গতিবেগ (The Velocity of Money) ও মুদ্রার পরিমাণতত্ত্বও (The Quantity theory of Money) আলোচনায় আনা দরকার।

মুদ্রার গতিবেগ বলতে বোঝায় দৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রার যোগানের অনুপাত। অর্থাৎ একটি দেশের মোট আয়ের সঙ্গে মুদ্রার সম্পর্কই এর মাধ্যমে বোঝানো হয়। সমীকরণে এভাবে দেখানো যায়:

$$V = \frac{GDP}{M} = \frac{P_1Q_1 + P_2Q_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots}{M} = \frac{PQ}{M}$$

এখানে P হচ্ছে গড় দামস্তর, Q হচ্ছে প্রকৃত GDP আর V হচ্ছে দৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রা প্রবাহের অনুপাত।

মুদ্রার পরিমাণতত্ত্বের সমীকরণ আমরা উপরের সমীকরণ থেকেই পেতে পারি। এটি হলো নিম্নরূপ:

$$P = \frac{MV}{Q} = \left(\frac{V}{Q}\right)M = kM$$

এখানে $k = {}^{V}/_{Q}$। এই কাঠামোতে পূর্ণ কর্মসংস্থান অনুমান করা হয়।

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর (Monetarist Approach) মূলকথা

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিক রূপ বিকাশ লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিল্টন ফ্রিডম্যান-এর নেতৃত্বে। তাঁরা কেইনসীয়দের বিরুদ্ধে এই অবস্থানই স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেন যে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য মুদ্রানীতিই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, মুদ্রার গতিবেগ স্থিতিশীল (চরম মতামত অনুযায়ী, ধ্রুবক) এবং তার ফলে জাতীয় উৎপাদন সরাসরি মুদ্রা সরবরাহ দ্বারা আনুপাতিকভাবে প্রভাবিত হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত: অবাধ অর্থনীতি ও ক্ষুদ্র সরকারের ধারণার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও বিভিন্ন ধারা-উপধারা আছে। তবে এর মধ্যে থেকে অভিন্ন যে মূলবক্তব্যগুলি চিহ্নিত করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

১. মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি দৃশ্যমান জিডিপির প্রধান নির্ধারক। মুদ্রার যোগানই গড় চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

২. মুদ্রার চাহিদা সুদের হার দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত হয়না।

৩. দাম ও মজুরি আপেক্ষিকভাবে পরিবর্তনমুখী।

৪. স্বল্পমেয়াদে দাম ও উৎপাদন দুটোকেই মুদ্রা প্রভাবিত করে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যেহেতু অর্থনীতি প্রায় পূর্ণ কর্মসংস্থানে থাকে সেহেতু মুদ্রার মূল প্রভাব পড়ে দামস্তরের উপর। স্বল্পমেয়াদ ও দীর্ঘমেয়াদ উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও দামের উপর রাজস্বনীতির প্রভাব অনুল্লেখ্য।

৫. বেসরকারী খাত স্থিতিশীল।

মুদ্রাপন্থীদের মতে সামগ্রিক চাহিদা পূর্ণত: বা প্রধানত: মুদ্রা সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

কেইনসীয় ও মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল তফাৎ

প্রথমত: সামগ্রিক চাহিদার উপর কি কি উপাদান মূল প্রভাব বিস্তার করে সে প্রশ্নে দুই মতবাদীদের তফাৎ মৌলিক। মুদ্রাপন্থীদের মতে সামগ্রিক চাহিদা পূর্ণত: বা প্রধানত: মুদ্রা সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁদের মতে মুদ্রাগত পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র রাজস্বনীতির পরিবর্তন উৎপাদন ও দামের উপর

উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মুদ্রাপন্থীদের সামগ্রিক চাহিদা রেখা যেহেতু, PQ = ধ্রুবক সেহেতু রেখাটি rectangular hyperbola হয়।

অন্যদিকে কেইনসীয় অর্থনীতিবিদদের মতে, উৎপাদন, দাম ও সামগ্রিক চাহিদার উপর মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে ঠিকই কিন্তু অন্যান্য উপাদানও এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ তাঁদের মতে, উৎপাদন নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতি ও নীট রফতানির মতো উপাদানগুলো এর পাশাপাশি খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

কেইনসীয় অর্থনীতিবিদদের মতে, উৎপাদন, দাম ও সামগ্রিক চাহিদার উপর মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে ঠিকই কিন্তু অন্যান্য উপাদানও এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়তঃ সামগ্রিক যোগান নিয়েও দুই মতবাদীদের তফাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেইনসীয় মডেলে দাম ও মজুরির জড়তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সে কারণে কেইনসীয় যোগান রেখার চাইতে মুদ্রাপন্থীদের যোগান রেখা অনেক খাড়া হয়। যেহেতু তাদের মতে দাম ও মজুরী পরিবর্তনমুখী সুতরাং সম্ভাব্য উৎপাদন রেখার খুব কাছাকাছি গড় যোগান রেখা অবস্থান করে।

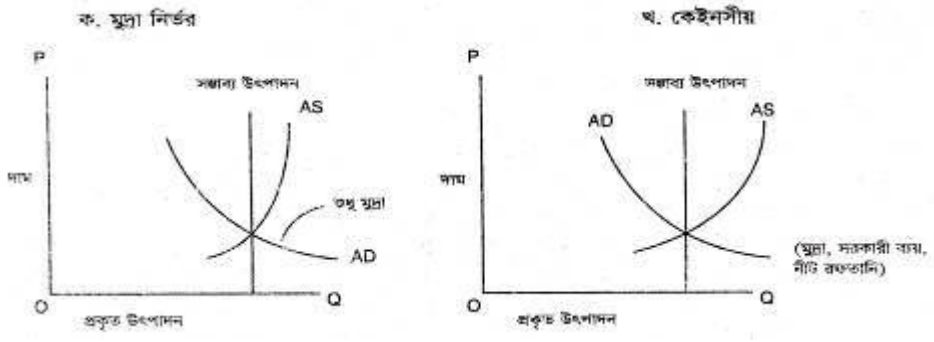

চিত্র ১৪.৩ : মুদ্রানির্ভর ও কেইনসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা

সারসংক্ষেপ

মুদ্রাপন্থীদের মতে সামগ্রিক চাহিদা প্রধানত: মুদ্রা সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে কেইনসীয় অর্থনীতিবিদের মতে, উৎপাদন, দাম ও সামগ্রিক চাহিদার উপর মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে ঠিকই কিন্তু অন্যান্য উপাদানও এখানে ভূমিকা পালন করে। তাঁদের মতে, রাজস্ব নীতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মুদ্রার গতিবেগ বলতে বোঝায়:
   ক. দৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রার চাহিদার অনুপাত খ. অদৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রার চাহিদার অনুপাত
   গ. দৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রার যোগানের অনুপাত ঘ. অদৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রার যোগানের অনুপাত

২. মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক রূপ বিকাশ লাভ করে:
   ক. বমল-এর নেতৃত্বে খ. মিল্টন ফ্রিডম্যানের নেতৃত্বে
   গ. এ্যাডাম স্মীথের নেতৃত্বে ঘ. কেইনসের নেতৃত্বে

৩. মুদ্রাপন্থীদের বক্তব্য হচ্ছে, সামগ্রিক চাহিদা নির্ধারণে,
   ক. মুদ্রা সরবরাহের কোন ভূমিকা নেই।
   খ. মুদ্রা সরবরাহের ভূমিকা প্রধান।
   গ. মুদ্রা সরবরাহ না সরকারী অন্যান্য নীতির ভূমিকাই প্রধান।
   ঘ. সরকারি নীতি ও মুদ্রা সরবরাহের যৌথ প্রভাব কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুদ্রার গতিবেগ ও মুদ্রার পরিমাণতত্ত্বের মূল বিষয় কি?
২. মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী কি কি অনুমিতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?
৩. মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কেইনসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর মর্মবস্তু লিখ। ক্ল্যাসিকাল তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে এটি কিভাবে সম্পর্কিত?

পাঠ - ৩

নব্য ক্ল্যাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র ও সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু ধারণা

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –

- *নব্য ক্ল্যাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র বলতে কি বোঝায়*
- *যোগাননির্ভর অর্থশাস্ত্র কি*
- *রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়*
- *উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা*

নব্য ক্ল্যাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদ তুলনামূলকভাবে নতুন। এর উদ্ভব ও বিকাশ হয় মূলত: ৭০ দশকের শেষ থেকে ৮০ দশকে। এর উদ্ভবের সঙ্গে যেসব অর্থনীতিবিদদের নাম জড়িত তাঁরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁরা হলেন: শিকাগোর রবার্ট লুকাস (Robert Lucas), স্ট্যানফোর্ড- এর টমাস সার্জেন্ট (Thomas Sargent),এবং হার্ভার্ড- এর রবার্ট ব্যারো (Robert Barro)।

নব্য ক্ল্যাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামো যে দুটি অনুমিতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হল:

১. দাম এবং মজুরি পরিবর্তনমুখী (Flexible)। এবং
২. জনগণ সকল প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেন।

প্রথম অনুমিতিটি আমরা ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও পাই। এর অর্থ হল দাম ও মজুরির পরিবর্তনমুখিতা থাকার ফলে চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বিত হয়। দ্বিতীয় অনুমিতিটি নতুন। এটি তথ্যের প্রবাহ এবং তথ্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। এই অনুমিতি অনুযায়ী মানুষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাদের প্রত্যাশা নির্মাণ করে। তাঁদের মতে, সরকারের মতোই জনগণের কাছেও যদি সকল তথ্য থাকে জনগণকে বোকা বানানো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, এই কথাটি সরকার শুধু নয় বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদিও তাত্ত্বিকরা এই দিকটিতে সেভাবে আলোকপাত করেননি।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ সঞ্চয় করবে না ভোগব্যয় করবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে তার কাছে কি তথ্য আছে এবং তার ভিত্তিতে তার প্রত্যাশা কি দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ সঞ্চয় করবে না ভোগব্যয় করবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে তার কাছে কি তথ্য আছে এবং তার ভিত্তিতে তার প্রত্যাশা কি দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রত্যাশাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গঠনের পেছনে একটি নির্ধারক উপাদান হিসেবে দেখে তাঁরা যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন তাকে বলা হচ্ছে যৌক্তিক প্রত্যাশা তত্ত্ব (Rational expectations hypothesis)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যৌক্তিক প্রত্যাশার ভিত্তি হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ ও সামগ্রিক তথ্য।

যোগাননির্ভর অর্থশাস্ত্র (Supply-side Economics)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৮০-র দশকের প্রথম পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব নিরোধে স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থাপনার উপরই জোর পড়েছে বেশি। ৮০ দশকের শুরুতে বড় আকারের কর প্রত্যাহার করে অর্থনৈতিক ধীরগতি কিংবা স্থবিরতা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিতে থাকেন কিছু অর্থনীতিবিদ। এই বক্তব্য পরে ক্ল্যাসিকাল-নয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের মধ্যে একটি উপধারার জন্ম দেয় যা ক্রমান্বয়ে 'যোগান নির্ভর অর্থশাস্ত্র' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এই অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয় দুটো: ১. যথাযথ প্রণোদনা (Incentives) এবং ২. বৃহৎ আকারে কর প্রত্যাহার প্রণোদনা বলতে বোঝানো হচ্ছে কাজ, সঞ্চয় এবং উদ্যোগের জন্য যাতে যথেষ্ট উৎসাহ থাকে সেরকম অবস্থা সৃষ্টি করা। উচ্চ কর, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এর বিপরীত অবস্থা নির্দেশ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান (১৯৮১-১৯৮৯) এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার নেতৃত্বাধীন সরকার এই অর্থশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ সমর্থন জ্ঞাপন করবার ফলে এটি সমগ্র ৮০ দশক জুড়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

এই অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয় দুটো: ১. যথাযথ প্রণোদনা (Incentives) এবং ২. বৃহৎ আকারে কর প্রত্যাহার (Large tax cut)। প্রণোদনা বলতে বোঝানো হচ্ছে কাজ, সঞ্চয় এবং উদ্যোগের জন্য যাতে যথেষ্ট উৎসাহ থাকে সেরকম অবস্থা সৃষ্টি করা। উচ্চ কর, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এর বিপরীত অবস্থা নির্দেশ করে। তাঁরা কেইনসীয়দের সমালোচনা করেন এই বলে যে, কেইনসীয় মডেলে চাহিদা ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত জোর দেবার ফলে যোগানের উপর একেবারেই জোর দেয়া হয়নি। বড় আকারে কর হ্রাস এই যোগানের দিকটিকে চাঙ্গা করবার জন্য তাদের অবস্থানের সাথেই সম্পর্কিত। তাঁরা মনে করেন যে, কর হ্রাস করলে তা বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সবই বাড়াবে। কেননা উচ্চ কর মূলধন যোগান, বিনিয়োগ সবই কমায়। তাঁদের মতে কর উচ্চ আয়ভোগীদের উপর কম ধরা উচিৎ। তাতে তাদের বিনিয়োগ যোগান বাড়বে।

বাস্তবে এসব নীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গতি সৃষ্টি করতে না পারায় ৯০ দশকে এসে এই ধারার প্রভাবও কমে যায়।

রাষ্ট্রায়ত্তখাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public sector and Public expenditure)

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই ব্যবস্থাতেই আমরা রাষ্ট্রীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখি। এছাড়াও অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় কিছু ব্যয়েরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কিংবা কর্মপদ্ধতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় ভিন্ন। আমরা এখানে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কিংবা বাজার অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্পর্কে একটি চিত্র উপস্থিত করবো।

এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূল ভূমিকা থাকে বাজার প্রক্রিয়ার সম্পূরক। বাজার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করা এবং বেসরকারী খাতের মুনাফা ঠিক রাখা সহ বিভিন্ন পর্যায়ে সংকট সমাধানে সহায়তা করা এর অন্যতম কর্মসূচি। সেইজন্য বাজার অর্থনীতিতে যেসব ভূমিকার জন্য কিংবা যেসব যুক্তিতে সাধারণত: রাষ্ট্রায়ত্ব খাত ও সরকারী ব্যয় গত কয়েকদশকে অনেকক্ষেত্রে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে সেগুলো হল:

- প্রতিযোগিতাকে সহায়তা করবার জন্য।
- বেসরকারী খাত যেসব দ্রব্য যোগান দিতে সক্ষম নয় সেগুলো যোগান দেয়া।
- বহি:স্থ বিরূপ প্রভাব দূর করা। পরিবেশ দূষণ কমানো।
- আইনী ব্যবস্থা।
- আয় ও সম্পদের বিতরণ উন্নত করা।
- সামষ্টিক ব্যবস্থাবলীর উন্নয়ন।

ছক ১ : বিভিন্ন দেশে জিডিপির শতকরা হারে সরকারী আয়

দেশ	১৯৮০	১৯৯০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩০.৮	৩১.৮
জাপান	২৭.৬	৩৪.৬
পশ্চিম জার্মানী	৪৪.৭	৪৩.৪
ফ্রান্স	৪৪.৫	৪৬.৫
যুক্তরাজ্য	৪০.১	৪০.৪
ইটালী	৩২.৯	৪২.১
কানাডা	৩৬.২	৪১.৬
ডেনমার্ক	৫২.২	৫৬.১
নেদারল্যান্ডস	৫২.৮	৪৯.৫
সুইডেন	৫৬.৬	৬৩.৯
ইউরোপীয় কমিশন(গড়)	৪১.৪	৪৩.৯
বাংলাদেশ		১৪.৬৭ (২০০০)

সরকারি আয়ের মধ্যে আছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত আয়।

ছক ২: বিভিন্ন দেশে জিডিপির শতকরা হারে সরকারী ব্যয়

দেশ	১৯৮০	১৯৯০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৩.৭	৩৬.১
জাপান	৩২.৬	৩২.৩
পশ্চিম জার্মানী	৪৮.৩	৪৬.০
ফ্রান্স	৪৬.১	৪৯.৯
যুক্তরাজ্য	৪৫.০	৪২.১
ইটালী	৪১.৬	৫৩.১
কানাডা	৪০.৫	৪৬.৯
ডেনমার্ক	৫৬.২	৫৮.৪
নেদারল্যান্ডস	৫৭.৫	৫৫.৬
সুইডেন	৬১.৬	৬১.৪
ইউরোপীয় কমিশন(গড়)	৪৫.৬	৪৮.৭
বাংলাদেশ		১৮.৬ (২০০০)

উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো হল:

- দ্রব্য এবং সেবার উপর মোট চূড়ান্ত ব্যয়: সেনাবাহিনী, পুলিশ, শিক্ষক এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন এবং সম্পর্কিত বিভিন্ন যোগান।
- মোট মূলধনী ব্যয়: সড়ক, সেতু, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয় নির্মাণের মত ব্যয়।
- ভর্তুকি
- ব্যক্তিগত খাতে মঞ্জুরী: পেনশন, বেকার ভাতা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।
- ঋণের সুদ ইত্যাদি।

পরপর দুটো ছক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণভাবে সরকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় নিয়ে বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের বিরোধিতা থাকলেও শিল্পোন্নত ও নেতৃস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশে সরকারের ভূমিকা এখনও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অবস্থান করছে।

উপরের দুটো ছক থেকে আমরা আরও দেখছি যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রের ভূমিকা কিংবা জিডিপিতে সরকারী আয় ও ব্যয়ের আনুপাতিক হার শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম।

উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা (Production Positivity Curve**)**

যেকোন অর্থনীতিতে কিংবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার ব্যবহার, বিকল্প উৎপাদনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য উৎপাদন সম্ভাব্য রেখার ব্যবহার করা হয়। দুটো বিকল্প পথে বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে এই রেখা একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কিংবা একটি শিল্প কিংবা একটি অর্থনীতির জন্য উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও বাস্তব ব্যবহার সম্পর্কে চিত্র দিতে পারে। নিচে দুটো বিকল্প দ্রব্য, যেমন অভ্যন্তরীন বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং রপ্তানিমুখী দ্রব্যাদি সম্পর্কে একটি ছক তৈরি করে আমরা এরকম একটি রেখা আঁকতে পারি।

সম্ভাবনা	রপ্তানিমুখী দ্রব্য	অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য দ্রব্য
ক	০	১৫০
খ	১০	১৪০
গ	২০	১২০
ঘ	৩০	৯০
ঙ	৪০	৫০
চ	৫০	০

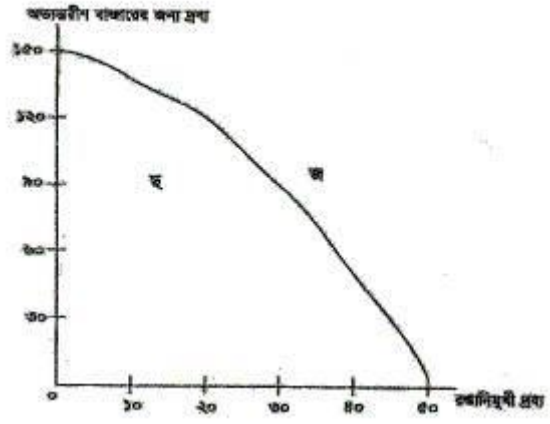

চিত্র ১৪.৪ : উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা

উপরের চিত্রে বিভিন্ন বিন্দুতে একটি অর্থনীতির উৎপাদন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একটি গ্রুপের দ্রব্যের বদলে অন্য গ্রুপের উৎপাদনের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা সুযোগ বর্জন ব্যয় (opportunity cost)-এর ধারণাও পাই।

চিত্রে আরও দুটো বিন্দু দেখা যাচ্ছে ছ ও জ। ছ বিন্দুতে অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না, যেকোনরূপে এই বিন্দুতে দু'ধরনের পণ্যই কম উৎপাদন হবে। আবার জ বিন্দু উৎপাদন ক্ষমতার অতিরিক্ত যা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

একটি অর্থনীতি তার উৎপাদন ক্ষমতার বহুধরনের ব্যবহার করতে পারে। খাদ্য কিংবা অস্ত্র, ঔষধ কিংবা ক্ষতিকর নেশাদ্রব্য, শিক্ষার গ্রন্থ কিংবা হিংসাত্মক প্রকাশনা ইত্যাদি কোনটির উৎপাদন অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার পাবে তা নির্ভর করে অর্থনীতির সামগ্রিক চরিত্রের উপর।

সারসংক্ষেপ

নব্য ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ সঞ্চয় করবে না ভোগব্যয় করবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে তার কাছে কি তথ্য আছে এবং তার ভিত্তিতে তার প্রত্যাশা কি দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোন অর্থনীতিতে কিংবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার ব্যবহার, বিকল্প উৎপাদনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য উৎপাদন সম্ভাব্য রেখার ব্যবহার করা হয়। একটি অর্থনীতি তার উৎপাদন ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করবে তা অর্থনীতির সামগ্রিক ভূমিকার উপর নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১৪.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যোগান নির্ভর অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে-
   ক. মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব নিরোধ — খ. দাম ও মজুরি
   গ. যথাযথ প্রণোদনা ও বৃহৎ আকারে কর প্রত্যাহার — ঘ. মূলধন ও কর আরোপ

২. জিডিপিতে সরকারি ব্যয়ের অনুপাত সবচাইতে বেশি-
   ক. বাংলাদেশে — খ. ভারতে
   গ. সুইডেনে — ঘ. যুক্তরাষ্ট্রে

৩. উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা দেখায়-
   ক. একটি অর্থনীতির উৎপাদনের ক্ষমতা ও বাস্তব ব্যবহার — খ. আমদানির সম্ভাব্য সীমা
   গ. সম্পদের পরিমাণ — ঘ. উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যৌক্তিক প্রত্যাশা তত্ত্ব কি?
২. যোগান নির্ভর অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয়গুলো কি?
৩. উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা দিয়ে আমরা কি কি বিষয় জানতে পারি।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'নব্য ক্ল্যাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র' কিভাবে একটি বিশিষ্ট ধারা হিসেবে গড়ে উঠেছে? যোগান নির্ভর অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয়গুলো কি?
২. কেইনসীয় ও নয়া ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মিলন কি কি ভিত্তিতে সম্ভব হচ্ছে?
৩. শিল্পোন্নত দেশগুলোতে রাষ্ট্রের ভূমিকার চিত্র ব্যাখ্যা করুন।
৪. পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকার উদ্দেশ্য কি কি থাকে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

পাঠ - ১ :	১. গ	২. ক	৩. গ
পাঠ - ২ :	১. গ	২. খ	৩. খ
পাঠ - ৩ :	১. ক	২. গ	৩. ক

প্রধান সহায়ক গ্রন্থসমূহ

A. Koutsoyiannis: *Modern Microeconomics,* Macmillan, London, 2nd edition, 1979.

Dominick Salvatore: *Microeconomic Theory,* 3rd edition, McGraw Hill, 1992.

Dominick Salvatore: *Microeconomics,* HarperCollins, 1991.

Encyclopaedia Britannica, 1998.

F.M. Scherer and David Ross : *Industrial Market Structure and Econonmic Performance,* Boston, 1990.

G.S. Maddala, Ellen Miller: *Microeconomics, Theory and Applications,* McGraw-Hill, 1989.

J.Vernon Henderson and William Poole: *Principles of Economics*, D.C. Health and Company, 1991.

James M. Henderson and Ricard E. Quandt: *Microeconomic Theory, A Mathematical Approach*, 3rd edition, McGraw-Hill, 1985.

J.M.Keynes : *The General Theory of Employment, Interest and Money,* 1936.

Joseph E. Stiglitz: *Economics,* WWNorton & Company. NY, 1st edition, 1993.

Keith Cowling and Dennis C. Mueller, "The Social Costs of Monopoly Power." *The Economic Journal,* December, 1978.

Martin Hart-Landsberg: *The Rush to Development,* MR, NY, 1993.

Miltiades Chacholiades: *International Economics*, International Edition, McGraw-Hill, 1990.

Orley M. Amos: *Microeconomics,* Wadsworth, 1987.

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: *Economics*, 16th edition, Irwin-McGraw-Hill, US, 1998.

Paul Wonnacott and Ronald Wonnacott: *An Introduction to Microeconomics,* 2nd edition, McGraw-Hill, 1982.

Philip Hardwick, Bahadur Khan, John Long Mead: *An Introduction to Modern Economics,* 4th edition, Longman, London, 1996.

Richard A. Bilas: *Microeconomic Theory,* McGraw-Hill, 2nd edition, 1982.

Robert L. Heilbroner and James K. Galbraith: *The Economic Problem,* 8th edition, Prentice-Hall, NJ, 1987.

Robert Wade: *Governing the Market : Economic Theory and the role of Government in East Asian Industrialization,* Princeton, NJ, 1990.

Stanley Fischer and Rudiger Dornbush: *Introduction to Macroeconomics*, McGraw-Hill, 1983.

William J. Baumol: *Economic Theory and Operations Analysis*, Prentice-Hall, 1996.

এছাড়া

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, সিপিডি প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট।

অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে

আনু মুহাম্মদ : *বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র*, ২০০০।